প্রশ্ন:- মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। (প্রশ্নমান-১০)

উত্তর:-সভ্যযুগের প্রথম দিকে কবির রচিত বীর ও রাজন্য চরিত-গাথারই(ballad) পরবর্তী মহিমান্বিত ও বৃহত্তর সংস্করণ হলো মহাকাব্য। মহাকাব্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Epic। Epic শব্দের উদ্ভব Epos থেকে,যার অর্থ হলো - a heroic poem,a heroic poetry। অর্থাৎ এপিক হলো কোনো মহাবীরের বীরত্বমূলক কীর্তি কাহিনির যশোগাথা।

J.A Cuddon এপিক-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-An epic is a long narrative poem,on a grand scale,about the deeds of warriors and hero's.It is a polygonal,'heroic' story incorporating myth,legend,folktale and history.Epics are often of national significance in the sence that they embody the history and aspirations of a nation in a lofty or grandiose manner. মহাকাব্য হচ্ছে দীর্ঘ ও বিস্তৃত কবিতা বিশেষ।সাধারণত দেশ কিংবা সংস্কৃতির বীরত্ব গাথা এবং ঘটনাক্রমের বিস্তৃত বিবরণ এতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরা হয়। মহাকাব্য গবেষক এলবার্ট লর্ড এবং মিলম্যান প্যারা উভয়ই যুক্তি প্রদর্শন সহকারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে,আধুনিক কালে মহাকাব্যগুলো প্রকৃত অর্থে প্রাচীনকালের মৌখিকভাবে প্রচলিত ও প্রচারিত কবিতা সমগ্রেরই শ্রেণিবিভাগ মাত্র।

<u>মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য:-</u> আরিস্টটল 'poetics'-এর ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ অধ্যায়ে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য মূলত এইরকম-

১)মহাকাব্য "imitation in verse of character of a higher type" অর্থাৎ ছন্দের সাহায্যে উন্নত শ্রেণির চরিত্রের গুরুগম্ভীর অনুকরণ।

২)মহাকাব্য বর্ণনাত্মক(narrative in form)।

৩)মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হবে এমন একটি ঘটনা যা হবে একক,অখন্ড ও সম্পূর্ণ।এতে থাকবে আদি-মধ্যে-অন্ত্য পর্ব বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘটনা।

৪)মহাকাব্যে থাকে চারটি উপাদান : বৃত্ত,চরিত্র,বচন বা ভাষা ও চিন্তা বা অভিপ্রায়।

৫)মহাকাব্যে ঘটনার বিপর্যয়(peripety) এবং আবিষ্ক্রিয়া থাকে।

'সাহিত্য দর্পন' গ্রন্থে বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্যের যে লক্ষনগুলি নির্দিষ্ট করেছেন,তা হলো-

১)মহাকাব্যের উপজীব্য হবে কোনো সত্য ঘটনা বা ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনি।

২)মহাকাব্য সর্গে বিভক্ত হবে।প্রতিটি সর্গে সর্বনিম্ন নয়টি এবং সর্বোচ্চ ত্রিশটি সর্গ থাকবে।প্রতি সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের সূচনা থাকবে।প্রতিটি সর্গ একই ছন্দে রচিত হবে,যদিও সর্গের শেষে অন্য ছন্দের ব্যবহার থাকতে পারে।

৩)পূর্বাপর প্রথা অনুযায়ী আশীর্বচন,নমস্ক্রিয়া এবং বস্তু নির্দেশ দিয়ে মহাকাব্য আরম্ভ হবে।এর পটভূমি হবে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিস্তৃত।

৪)মহাকাব্যের নায়ক হবে কোনো দেবতা,সদ্ববংশ জাত কোনো বীর বা নৃপতি।

৫)মহাকাব্যে ওজস্বী ও গাম্ভীর্যপূর্ন ভাষা ব্যবহৃত হবে।এটি হবে অলংকার ও রসভাব সমন্বিত।শৃঙ্গার,বীর অথবা শান্ত রসের একটি হবে প্রধান এবং অন্যগুলি প্রধান রসের অঙ্গীরস হবে।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমতের সমন্বয়ে বলা যায়,মহাকাব্যে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলি হবে-

১)মহাকাব্যের প্রধান চরিত্র হবে কোনো জাতীয় বীর বা লোকত্তোর কোনো মহাশক্তিধর ব্যক্তিত্ব। যেমন-হোমারের আকিলিস,রামায়ণ-এর রাম ইত্যাদি।

২)মহাকাব্য আরম্ভ হবে 'in medias res' অর্থাৎ কাহিনির মাঝপথ থেকে।কোনো সংকট মুহূর্তকে তুলে ধরে। যেমন-প্যারাডাইস লস্ট আরম্ভ হয়েছে নরকে fallen angles-দের প্রতিশোধ স্পৃহা হেতু ষড়যন্ত্রকে সূচিত করে।

৩)মহাকাব্যের আয়তন বিশাল এবং তার প্রেক্ষিত সারা বিশ্ব এমনকি নৈসর্গিক জগতও।যেমন- রামায়ণে আছে পাতাল প্রবেশের কাহিনি, প্যারাডাইস লস্ট-এ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে চলেছে শয়তানের কর্মকান্ড।

৪)মহাকাব্যে থাকবে যুদ্ধ, লৌকিক, অলৌকিক ও অতিলৌকিক ক্রিয়াকান্ড।উদাহরণ হিসেবে মিল্টন-এর শয়তানের ঈশ্বরকে প্রতিহত করে লৌকিক ও অলৌকিক সীমা অতিক্রম করার ঘটনাকে উল্লেখ করা যায়।

৫)মহাকাব্যে প্রথমেই থাকবে আনুষ্ঠানিক আবাহন। এর পরেই উত্থিত হবে epic questions,যার উত্তরে কাহিনি বিবৃত হবে শৈলীর মহান গাম্ভীর্যে,ভাষা ও অলংকারের বৈদগ্ধে এক ক্লাসিক্যাল পদ্ধতির চরিত্রায়নে।

তবে খোদিত কোনো নিয়মাবলীর দ্বারা সাহিত্য কখনো পরিচালিত হয়নি,হতে পারে না। তাই সময়ের প্রেক্ষিতে মহাকাব্যের উল্লিখিত বৈশিষ্টেরও সংযোজন ও বিয়োজন লক্ষ করা যায়। যুগচাহিদাকে আত্তীকরণ করে সৃষ্টি হওয়া সাহিত্যিক মহাকাব্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের অনেক ব্যতিক্রম সহজেই চোখে পরে।

---------- ----------